66

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 02 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

রাজধানীর স্কুলে ছাত্র ভর্তি

রাজধানীর সকল সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শতকরা ১০ ভাগ আসন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ রাখার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর প্রতি 'কঠোর' নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কখন কি সিদ্ধান্ত নেয় বলা কঠিন। শিক্ষা উন্নয়নে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নেয়ার চেয়ে তারা খবরদারিতেই বেশি ব্যস্ত। মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন্ স্কুলে কত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে, কাদের ভর্তি করা হবে সে সিদ্ধান্ত স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে না দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শুরুতে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মোট আসনের শতকরা ১০ ভাগ বা অন্যূন ১০টি আসন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। গতবছর সরকারি স্কুলগুলোতে স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৪শ' ৮২টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার কথা থাকলেও ভর্তি করা হয়েছে ২শ' ২৫ জনকে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয়েছে ২ হাজার ৪শ' ৮১ জন। প্রথমত, বেসরকারি স্কুলগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ সীমিত। কোন বেসরকারি স্কুল মন্ত্রণালয়ের খবরদারি মানতে বাধ্য নয়। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রণালয় যে শতকরা ১০ ভাগ কোটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে তা কার্যকর করার বাস্তব অবস্থা কি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর আছে? মন্ত্রণালয় যখন আসনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য জোর তাগিদ দিচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে স্কুলগুলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে আছে। রাজধানীর অন্যতম নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের ভবনগুলোই জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অযোগ্য বলে পত্রিকায় খবর বের হয়েছে। শিক্ষকের স্বল্পতা তো আছেই। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কি? যে সিদ্ধান্ত বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সে সিদ্ধান্ত কখনই কার্যকর হবে না। রাজধানীর প্রায় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাও চালু আছে। সে ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ এমনিতেই কম। তদুপরি শতকরা ১০ ভাগ আসন চাপিয়ে দিলে মেধাবী ছাত্র বাছাইয়ের সুযোগ আরো কমে যাবে বৈকি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্কুলগুলোর উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে লেখাপড়ার মানটা থাকে সে ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হলে ভর্তির জন্য এই হুকুম জারির প্রয়োজন হতো না। সারাদেশে তো বটেই, খোদ রাজধানীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আদৌ লেখাপড়া হয় কিনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা কখনো তদন্ত করে দেখেছেন?

কেবল রাজধানী নয়, দেশের যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা উচিত। সকল পর্যায়েই আমরা কোটা পদ্ধতি বা সংরক্ষিত আসনের বিরোধী। ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণসহ সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খবরদারি করার কোন প্রয়োজন নেই।